মক্কা শহরে ছদ্মবেশী
এক খ্রিষ্টানের দিনলিপি

[*mon voyage a la mecque*]

জুলেস জার্ভিস কোর্তেলোমো
Jules Gervais-Courtellemont

অনুবাদ : ইশতিয়াক আহমাদ
সম্পাদনা : নাজমুস সাকিব

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার
১১, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১

বই পাঠের আগে

এই বইয়ের লেখক মসিয়ে জুলেস জার্ভিস কোর্তেলোমো, যিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ফরাসি ফটোগ্রাফার। উনিশ শতকের শেষ দিকে আলজেরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল তাঁর পরিবার। তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল আরবদের প্রতি। বিলাসিতার পরিবর্তে রোমাঞ্চকর জীবনযাপন পছন্দ করতেন। সচ্চরিত্র, মানবিক মূল্যবোধ এবং সত্যকে অনুভব করার সহজাত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি।

আলজেরিয়ার ফরাসি দূতাবাসের কর্মকর্তা লিও রোচের ১৮৪১ সালের হজযাত্রার ঘটনা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল মক্কা-মদিনা ভ্রমণ করতে। হজযাত্রার পবিত্র অনুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে ১৮৯৪ সালে কোর্তেলোমো হজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় পাসপোর্ট অনুযায়ী তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন বশির।

জুলেস কোর্তেলোমোর জন্ম ১৮৬৩ সালের পয়লা জুলাই প্যারিসের কাছাকাছি এভোন শহরে। বাবা লুইস ভিক্টর। নিতান্ত সাধারণ মানুষ। মা পিয়ানো বাজাতে পারতেন। এক স্কুলে পিয়ানোর শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁদের একজন পারিবারিক বন্ধু ছিলেন, যাঁর নাম লুইস আলফোঁস কোর্তেলোমো। এই পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর এক ছেলে ফরাসি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। ১৮৬৮ সালে জুলেস কোর্তেলোমোর বাবা মারা গেলে তাঁর মা সেই পারিবারিক বন্ধুর ছেলেকে বিয়ে করেন।

১৮৭৪ সালে তাঁরা আলজেরিয়ায় পাড়ি জমান। গালজান নামের একটি গ্রামে ছিল তাঁদের প্রথম আবাস। এটি ছিল আলজেরিয়ার রাজধানীর কাছাকাছি একটি বালুকাময় প্রান্তর। ফরাসি সরকার তখন উত্তর আফ্রিকায় নিজেদের আধিপত্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছিল। সে জন্য তারা আলজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ শুরু করে। জুলেসরা যেখানে প্রথম আবাস গড়েছিল, সে জায়গাটা ছিল ফরাসি সরকারের অধিগ্রহণ করা জমি।

জুলেসের সৎবাবা সেনাবাহিনীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। গালজানে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁদের চাষাবাদের সব সম্পত্তি নষ্ট হয়। তাঁদের কাছে সেই সময় নগদ ৭০ হাজার ফ্রাঁ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁরা নতুনভাবে বসবাস করার জন্য কাছের এক শহর মিনায় চলে যান। সেখানে তাঁরা চাষাবাদের উপযোগী একখণ্ড জমি লাভ করেন। আবার নতুন করে জীবন শুরু হয় তাঁদের। কোর্তেলোমোর মা তাঁর একাকিত্ব ঘোচাতে গ্রামের আশপাশের মহিলাদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেন। এভাবে তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

জুলেসের সৎবাবা তাঁকে একটি শিকারি বন্দুক কিনে দেন। এটি ছিল কিশোর জুলেসের একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম। এই বন্দুক নিয়ে তিনি সেই এলাকার অন্য ছেলেদের সঙ্গে শিকারে যেতেন।

এরপর আরও একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয় কোর্তেলোমোর পরিবার। তাদের সব নষ্ট হয়ে যায়। অবসর ভাতা ছাড়া আর কোনো সম্বল ছিল না তাদের। কোর্তেলোমোর পরিবার তখন আলজেরিয়া ত্যাগ করে ফ্রান্সে ফিরে যায়।

১৪ বছর বয়সী কোর্তেলোমো তখন একা হয়ে পড়েন। গ্রামবাসীর সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না তাঁর সামনে।

সৎবাবার সঙ্গে জুলেসের সম্পর্ক এতটা গভীর ছিল যে জুলেস তার সৎবাবার নাম ধারণ করেন। বেশির ভাগ সময় তিনি এই নামে স্বাক্ষর করতেন। কখনো কখনো অবশ্য কোর্তেলোমোও লিখতেন। তার মাকে মাদাম কোর্তেলোমো বলে সম্বোধন করা হতো।

কোর্তেলোমোর বাবা ১৮৯০ সালে মারা যান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। কোর্তেলোমো তখন ২৭ বছরের যুবক। কোর্তেলোমো ততদিনে একজন দক্ষ ফটোগ্রাফার। জীবিকার সন্ধানে তিনি ছোট পরিসরে 'আলোর নকশা' নামে ফটোগ্রাফির একটি দোকান খোলেন। এর কয়েক বছর পরে তিনি আরও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে আলজেরিয়ার রাজধানীতে টেলিগ্রাফি প্রশিক্ষণে যোগ দেন। সেখানে তিনি এই কাজের ওপর বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। একই সঙ্গে তাঁর বন্ধু জুল লুমেতরের সঙ্গে নৈশ স্কুলে পড়াশোনা করতে শুরু করেন।

জানার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। এই আগ্রহ থেকে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে শুরু করেন। আলজেরিয়ায় তখন সুশিক্ষিত সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের বড় একটি দল ছিল। তাঁদের বেশির ভাগ

প্যারিস ও আলজেরিয়ায় সাংবাদিকতা করতেন। তাঁদের মধ্যে আলজেরিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরাও ছিলেন। কোর্তেলোমো তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। এই সম্পর্ক একসময় তাঁর জন্য অনেক সুফল বয়ে এনেছিল।

কোর্তেলোমো ছিলেন একজন ভ্রমণপিপাসু। তিনি আলজেরিয়ার বিভিন্ন শহর ছাড়াও কায়রো, কুদস ও দামেস্ক ভ্রমণ করেন। প্রতিটি ভ্রমণে তাঁর তোলা ছবির সংগ্রহ বাড়তে থাকে। তাঁর এই ছবিগুলো *algerie pittoresque et artistique* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ছবি বিক্রির জন্য তিনি 'ট্রায়ো কালার্স' নামে আলজেরিয়ার রাজধানীতে একটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় বিয়ে করেন তাঁর এক বন্ধুর মেয়ে হেলেনকে। তাঁর বিয়ে হয় মক্কা ভ্রমণে যাওয়ার কিছুদিন আগে। মক্কা থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর এক ছেলে হয়, যার নাম রাখেন আবদুল্লাহ।

হাজিদের কাছ থেকে মক্কা-মদিনার নানা গল্প শুনে এ পবিত্র শহরে যাওয়ার আগ্রহ বেড়ে যায় তাঁর। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'আমি এই শহরে ভ্রমণ করতে এবং এই শহরের রহস্য উন্মোচনের জন্য খুব আগ্রহী ছিলাম। আমি জানতাম, এই শহরের ভ্রমণ অন্যান্য ভ্রমণের মতো হবে না। আমি চাইছিলাম, ইসলাম ও আধুনিক আরব নিয়ে আমার অধ্যয়ন মক্কা ভ্রমণের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করুক। মুসলিম-অধ্যুষিত এই আরবের সব বিষয় আমি আমার ভাষায় বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এ ছাড়া আমার যৌবনের দিনগুলো আমি সেখানেই কাটিয়েছি। আরব সম্পর্কে অবহিত প্রত্যেক মানুষ যেভাবে আরবকে ভালোবাসে, আমিও সেভাবে ভালোবাসি।'

ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি আরবকে ভালোবাসি। ভালোবাসি আরবের নীল আকাশ। ইসলাম ধর্মকে উদারচিত্তে ভালোবাসি। ইসলামের সুগভীর বিশ্বাস দেখে আমি অভিভূত।'

সে সময় কোর্তেলোমোর পরিচয় ঘটে একজন আলজেরীয় পরিব্রাজকের সঙ্গে, যাঁর নাম হাজি আকলি। তিনি তাঁর মক্কা ভ্রমণের আগ্রহকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেন। তারপর কোর্তেলোমো আলজেরিয়ার ফরাসি গভর্নর জুলিয়ে কামবোনের সঙ্গে দেখা করে অনুমতি আদায় করেন এবং আবদুল্লাহ বিন বশির নামে মক্কা ভ্রমণের অনুমতি পান। তাঁর এই অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছিল বিশেষ বিবেচনায়।

মাত্র ৩১ বছর বয়সে কোর্তেলোমো মক্কা ভ্রমণ করেন। তিনি সে সময় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত পূর্ণ আগ্রহের

সঙ্গে আদায় করতে শুরু করেন। তাঁর আলজেরীয় বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনি ১৮৯৬ সালে ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য সেখানে তিনি দাবি করেন, ইসলামকে তিনি সত্যিই ভালোবেসেছেন। কিন্তু সেই ধর্ম গ্রহণ করার দুঃসাহস তাঁর হয়নি। যা-ই হোক, তাঁর এই ভ্রমণকাহিনি ইসলাম ও আরবের প্রতি একজন শিক্ষিত সভ্য ফরাসির ভালোবাসার অপূর্ব নিদর্শন।

এরপর ১৯০২ সালে কোর্তেলোমো চীন অধিকৃত তিব্বতে প্রায় এক বছর অবস্থান করেন। সেখানকার ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে *গ্রিক পরিব্রাজক* নামে একটি বই লেখেন। বছরের বেশির ভাগ সময় তিনি ভ্রমণে কাটাতেন। ১৯০৪ সালে তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন। প্যারিসে ফিরে তাঁর রঙিন ছবিগুলো বিক্রি করার জন্য একটি স্টুডিও ও মিউজিয়াম খোলেন। অটোক্রোম পদ্ধতির ওপর তিনি বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। সে সময় মাত্র অটোক্রোম প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়।

১৯০৮ সালে তিনি সস্ত্রীক তুরস্ক ভ্রমণ করেন। এরপর ১৯১০ সালে আরও একবার সেখানে যান। বিয়ের আগেও তিনি তুরস্কে ভ্রমণ করেছিলেন।

দামেস্ক থেকে মদিনা পর্যন্ত দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করার সময় তিনি সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই কাজে মোট ৫৫ জন তুর্কি প্রকৌশলী কাজ করতেন। এ ছাড়া আরও দুজন প্রকৌশলী ছিলেন, যাঁদের একজন ফরাসি, আরেকজন জার্মান। প্রায় সাত হাজার তুর্কি সেনা এই নির্মাণকাজে যোগ দিয়েছিল। এর নির্মাণব্যয় ছিল প্রায় ৯৩ মিলিয়ন ফরাসি ফ্রাঁ। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১ হাজার ৩২০ কিলোমিটার। ১৯১০ সালের গ্রীষ্মে এই কাজ শেষ হয়।

১৮৯৪ সালে মক্কা ভ্রমণ করার সময় কোর্তেলোমোর একটি অপূর্ণতা থেকে গিয়েছিল। সেটি হলো মদিনা মুনাওয়ারায় নামাজ আদায় এবং নবিজির রওজায় সালাম দেওয়া। এ ছাড়া মসজিদে নববি ও মদিনার কিছু ছবি তোলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কলেরার সংক্রমণ হওয়ায় তখন তাঁকে সেখানে যেতে বাধা দেওয়া হয়।

১৯১০ সালে এই রেলপথ চালু উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের গণ্যমান্য কিছু ব্যক্তি উদ্বোধনী যাত্রার আমন্ত্রণ পান। কোর্তেলোমো তাঁদের একজন। তিনি রেলগাড়িতে চড়ে প্রথমবার মদিনা মুনাওয়ারায় যান এবং সেখানে মসজিদে নববিসহ মদিনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অসংখ্য ছবি তোলেন। এর সবই ছিল রঙিন ছবি। তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল মসজিদে নববির। মসজিদে